পাঠ্য ক্রম

আমাদের মাদ্রাসায় যে পাঠ্যক্রমটি অনুসরণ করা হয়, তা এতদঅঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন পাঠ্যক্রম। যাকে বলা হয় দরসে নেজামী। কওমি মাদ্রাসার শিক্ষাক্রমটি মূলত ১৬ বছরের। শিশু শ্রেণি থেকে স্নাতক উত্তর পর্যন্ত অত্যন্ত সুন্দর এবং অনন্য অবকাঠামোতেই এই শিক্ষাক্রম প্রণীত। তবে "দারুল উলূম ঢাকা" প্রতিষ্ঠান ছাত্রদের বয়স বিবেচনা করে কয়েক বছর কমিয়েও পাঠ্যক্রম তৈরী করেছে, ১৪ বছর লেখাপড়া করেই একজন ছাত্রকে শিশু শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদিস পাস করানো হয় । নিম্নে মাদরাসার সিলেবাসের সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হলো।

শিশু শ্রেণী

১.দীনিয়াত (মৌখিক দোয়া-কালাম) ২. আরবি অক্ষর পরিচয়। ৩. বাংলা বর্ণমালা। ৪ . গণিত (সংখ্যা গণনা) ৫. ইংরেজি অক্ষর পরিচয়।

প্রথম শ্রেণী (ইবতেদায়ী- প্রাথমিক-১)

১. দীনিয়াত। ২. ইসলামি তাহজিব। ৩. বাংলা। ৪. গণিত। ৫. আরবি কায়দা। ৬. ইংরেজি। ৭.হাতের লিখা।

দ্বিতীয় শ্রেণী (প্রাথমিক ২)

১. দীনিয়াত ও তাজবিদ। ২. ইসলামি ফিকহ ও তাহজিব। ৩. বাংলা। ৪. গণিত। ৫. ভূগোল ও সমাজ। ৬. উর্দু। ৭. আরবি (আমপারা) ৮. ইংরেজি। ৯.সাধারণ জ্ঞান।

তৃতীয় শ্রেণী (প্রাথমিক- ৩)

১. দীনিয়াত ও তাজবিদ। ২. ইসলামি ফিকহ ও তাহজিব। ৩. বাংলা ও ব্যাকরণ। ৪. গণিত। ৫. ইতিহাস। ৬. ভূগোল ও সমাজ। ৭. আরবি। ৮ . উর্দু। ৯. ইংরেজি ও গ্রামার। ১০.সাধারণ জ্ঞান।

চতুর্থ শ্রেণী (প্রাথমিক ৪)

১. দীনিয়াত ও তাজবিদ। ২. ফিকহ ও তাহজিব। ৩. বাংলা ও ব্যাকরণ। ৪. গণিত। ৫. ইতিহাস। , ভূগোল ও সমাজ ও সাধারণ জ্ঞান। ৬. আরবি। ৭ . কায়েদা। ৮. ফার্সি।৯. ইংরেজি গ্রামার ও উর্দু।

পঞ্চম শ্রেণী (প্রাথমিক- ৫)

১. দীনিয়াত ও তাজবিদ। ২. ফিকহ ও তাহজিব। ৩. বাংলা ও ব্যাকরণ। ৪. গণিত। ৫. ইতিহাস, ভূগোল ও সমাজ। ৬. আরবি। ৭. উর্দু ও কাওয়ায়েদ। ৮. ফার্সি ও কাওয়ায়েদ। ৯. ইংরেজি ও গ্রামার।

ষষ্ঠ শ্রেণী (মুতাওয়াসসিতাহ- নিম্ন মাধ্যমিক-১)

১. আরবি ভাষা ও রচনা। ২. আরবি ব্যাকরণ। ৩. ফিকহ। ৪. বাংলা ও ব্যাকরণ। ৫. সমাজ, ইতিহাস ও ভূগোল। ৬. গণিত / তাজবীদ, মশক ও মুখস্থ। ৭. ফার্সি ও কাওয়ায়েদ। ৮. উর্দু সাহিত্য ও ব্যাকরণ। ৯. ইংরেজি ও গ্রামার। ১০. বিজ্ঞান।

সপ্তমশ্রেণী (মিযান/মুতাওয়াসসিতাহ/নিম্নমাধ্যমিক ২)

১. আরবি ভাষা ও রচনা। ২. আরবি ব্যাকরণ (নাহবেমীর) ৩. ইলমুস সরফ। ৪. ফিকহ। ৫. বাংলা ও ব্যাকরণ। ৬. ইতিহাস ও ভূগোল। ৭. ফার্সি সাহিত্য ও ব্যাকরণ। ৮. তাজবিদ মশক ও মুখস্থ। ৯. ইংরেজি ও গ্রামার। ১০. গণিত। ১১. বিজ্ঞান।

অষ্টম শ্রেণী-নাহবেমীর (নিম্ন মাধ্যমিক- ৩)
১. আরবি ভাষা ও রচনা। ২. আরবি ব্যাকরণ (নাহব) ৩. আরবি ব্যাকরণ (মিযানুস সরফ) ৪. ফিকহ(মালাবুদ্দা) ৫. বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ। ৬. ইতিহাস ও ভূগোল। ৭. ফার্সি সাহিত্য ও ব্যাকরণ। ৮. তাজবিদ মশক ও মুখস্থ। ৯. ইংরেজি ও গ্রামার। ১০. গণিত। ১১. বিজ্ঞান।

নবম শ্রেণী-হেদায়াতুন্নাহু (মাধ্যমিক -১)
১. আরবি সাহিত্য ও রচনা। ২. নাহব (ব্যাকরণ) ৩. ফিকহ (ইসলামি আইন শাস্ত্র) ৪. উসূলুল ফিকহ (ইসলামি আইনের নীতি শাস্ত্র) ৫. ইতিহাস। ৬. আখলাক (নৈতিক চরিত্র) ৭. মানতিক (তর্ক শাস্ত্র) ৮ বাংলা সাহিত্য। ৯. বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা। ১০. গণিত ও জ্যামিতি। ১১. ইংরেজি ও গ্রামার।

দশম শ্রেণী-কাফিয়া (মাধ্যমিক- ২)
১.আরবি সাহিত্য ও ইনশা ২. নাহব (ব্যাকরণ) ৩. ফিকহ (ইসলামি আইন শা) ৪. উসূলুল ফিকহ (ইসলামি আইন শাস্ত্রের নীতি শাস্ত্র) ৫. তাফসিরুল কোরআন ৬. ইতিহাস ৭. বালাগাত (ভাষার অলংকার শাস্ত্র) ৮. মানতিক (তর্ক শাস্ত্র) ৯. ইতিহাস।

একাদশ শ্রেণী- শরহে বেকায়া (উচ্চ মাধ্যমিক- ১-২)
১. আরবি সাহিত্য ২. ইনশা তথা রচনা ৩. বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) ৪. ফিকহ (আইন শাস্ত্র) ৫. উসুলুল ফিকহ (ইসলামি আইনের নীতি শাস্ত্র) ৬. তাফসির ৭. ইতিহাস ৮. ইলমুল ফারাইজ (উত্তরাধিকার জ্ঞানের হিসাব – নিকাশ) ৯. মানতিক (তর্ক শাস্ত্র)। ১০. আরবি সাহিত্য (প্রাচীন ও আধুনিক) ১১. ইনশা (রচনা) ১২ . আল অরুজ (আরবি কবিতা শাস্ত্র) ১৩. বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) ১৪ . তাফসিরুল কোরআন ১৫. ফিকহ (আইন শাস্ত্র) ১৬. উসুলুল ফিকহ (ইসলামি আইনের নীতি শাস্ত্র) ১৭. মানতিক (তর্ক শাস্ত্র)।

দ্বাদশ বর্ষ- জালালাইন (স্নাতক -১)
১. তাফসির (জালাইন শরীফ ২.ফিকহ(হেদায়া ১-২ খন্ড) ৩. উসুলুল ফিকহ ৪. মানতিক (তর্ক শাস্ত্র) ৫. উসুলুত তাফসির (তাফসিরের মূলনীতি) ৬. আরবি সাহিত্য ৭. ইসলামি অর্থনীতি ৮. ইলমে হিকমাত (দর্শন শাস্ত্র) ৯. ইলমুল কালাম (আকিদা বিষয়ক শাম্রজ্ঞান)।

ত্রয়োদশ শ্রেণী-মিশকাত (স্নাতক- ২)
১. হাদিস(মিশকাত শরীফ ২. তাফসির (বায়যাবী শরীফ)৩. ফিকহ (হেদায়া ৩-৪ খন্ড ব্যবসা বাণিজ্য, ফিকহুল মু'আমালাত) ৪. উসুলুত তাফসির (তাফসিরুল কোরআনের নীতি শাস্ত্র) ৫. উলুমুল হাদিস (হাদীসের নীতি শাস্ত্র) ৬. ইলমুল কালাম (শরহে আকাইদ)৭. ইসলামি অর্থনীতি। ৮.ইতিহাস(তাহরীকে দেওবন্দ)।

চতুর্দশ শ্রেণী-পঞ্চদশ শ্রেণী-দাওরায়ে হাদিস (স্নাতকোত্তর)
এই বর্ষে শুধু হাদিস পড়ানো হয়। সিহাহে সিত্তা তথা হাদিসের সহিহ ছয় কিতাব, যথা- সহীহ বুখারী শরীফ,মুসলীম শরীফ,তিরমিজি শরীফ,আবু দাঊদ শরীফ,নাসাঈ শরীফ,ইবনে মাজাহ শরীফ,। হাদীসের এই বিশুদ্ধ ছয়খানা কিতাবের সাথে সাথে তাহাবি শরিফ, মুআত্তা মালেক ও মআত্তা মুহাম্মদ এবং শামায়েল পড়ানো হয়। সব মিলিয়ে ১০ বিষয়।

এই ছিল আমাদের মাদ্রাসার সিলেবাস পরিচিতি।